গাংনীর নিশিপুরে মুদি দোকান ভূস্মিভুত, ৩ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর আল সেফা ক্লিনিকে সামনে অবস্থিত জান্নাতি স্টোরে আগুন লেগে দোকানের সকল মালামাল পুড়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিস দল আসার আগেই সব শেষ।

স্থানীয়রা জানান, রাত দেড়টার দিকে আগুন দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তুু ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই আগুনে সব পুড়ে গেছে।

দোকান মালিক নিশিপুর গ্রামের নিরব হোসেন রুবেল জানান, প্রতিদিনের ন্যায় সোমবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। রাতে দোকানে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

আল সেফা ক্লিনিকের সিসিটিভিতে দেখা গেছে রাত ১টা ২৫ মিনিটের দিকে দোকান থেকে প্রথমে ধোয়া শুরু হয়েছে এর দোকানে রাখা ফ্রিজের কমপ্রেসার ফেটে গিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দোকানে রাখা কম্পিউটার, ফ্রিজ সহ ৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। সরকারী ভাবে সহযোগী কামনা করেছে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী রুবেল।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক যুবক আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়কে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় একজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনীর কাথুলী মোড়ে এ দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। আহত রনি(৩৫) মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দপুর গ্রামের শশির ছেলে।

জানা যায়, গাংনী বাজার থেকে নিত্যানন্দপুর যাওয়ার সময় কাথুলী মোড়ে পৌছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলকে সাইড দিতে গেলে আহত রনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। এতে তার মাথা ও মুখে আঘাত লাগে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংণী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরর চিকিৎসক আহত রনিকে আশংকামুক্ত বলে জানান।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে ভাটা ব্যবসায়ী মফিজুলের বিরুদ্ধে ধর্ষন মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঠিকাদার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য ও ইটভাটা ব্যবসায়ী মফিজুলের বিরুদ্ধে ধর্ষন মামলা দায়ের করেছে ভুক্তোভোগি ধর্ষনের শিকার একই গ্রামের দিন মজুরের এক মেয়ে।

মফিজুল গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের ফকির পাড়ার সাজাতের ছেলে ।

মঙ্গলবার গাংনী থানায় একটি শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইন ৯(১) ২০০০ ধারায় মামলা হয়েছে। যার নং-১৩ তারিখ ১১/০২/২০২০ ইং।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ থেকে আর্থিক সহ বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তোভোগি দিনমজুরের মেয়েকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত ধর্ষন করে আসছে।

এজাহার সুত্রে আরও জানা যায়, ভুক্তোভোগি মেয়েকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষন করে আসছে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আসামীকে গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চলছে।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে জমি উদ্ধারের দাবীতে দখলদারদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীতে দখলকারিদের কাছে থেকে জমি উদ্ধারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ধর্মচাকী গ্রামের শাসসুল হুদা গং।

শনিবার সকালে গাংনী প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অভিযোগ, আদালত থেকে রায় পেলেও দখলদারদের নানা হুমকীতে জমির দখল পাচ্ছেন না তারা। প্রশাসনের সহযোগীতা ও আইনী ব্যবস্থাপনায় জমির মালিকানা ফিরে পেতে চান জমির প্রকৃত মালিকরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্ত্যব্য পাঠ করেন শামসুল হুদা। এসময় জমির মালিক শামসুল হুদা গং, প্রেসক্লাব সভাপতি রমজান আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলমসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
লিখিত বক্তব্যে শামসুল হুদা জানান, হিজলবাড়ীয় মৌজার ৩৯০ দাগে ২৪.৯০ শতক জমি মেদিনীপুর জমিদার ভুক্ত ছিল। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নামে এস.এ খতিয়ান ১ এ ১৪.৯২ শতক জমি রেকর্ড হয়ে যায়।

দেবীপুর গ্রামের মৃত রিয়াজ উদ্দীনের ছেলে মৃত রেকাব উদ্দীন তৎকালীণ সরকারের কাছে খাস জমি বন্দোবস্ত নেয়ার জন্য আবেদন করেন। আবেদন যাচাই বাছই পূর্বক ৪৫ নং মৌজা হিজলবাড়ীয়ার ৩৯০৩ দাগের ১৪.৯২ জমির মধ্যে হইতে ৩৯০৩/১ বাটা একদাগের স্কেস ম্যাপ প্রস্তুত করে একই স্থানে ৫ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়। বন্দোবস্তের পর রেকাব উদ্দীন নজির হোসেন, মফেজ উদ্দীন, ফাকের আলী, সাকের আলী, আঃ

সাত্তার, সিরাজুলের নিকট বিক্রয় করেন। বাকী জমি আঃ আজিজ গং ও মহাসিন আলীর নিকট বিক্রয় করেন। অবশিষ্ট ০৪ শতক জমি রেকাব উদ্দীন ভোগ দখল করেন।

এদিকে শামসুল হুদার পূর্বাধিকারের জন্য খারিজের জন্য আবেদন করলে প্রতিপক্ষগন আপত্তি দিলে কেসটি উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা বাতিলের আদেশ দেনএবং রেকাব উদ্দীনের হোল্ডিং বহাল রাখেন। খারিজ কেসটি বাতিল হওয়ার পর শামসুল হুদা গং ১৯৮৯ সালে দেং-৮৬ নং কেস দাখিল করলে উভয় পক্ষের শুনানীর পর ২৮/১০/১৯৯১ সালে শামসুল হুদার পক্ষে রায় ও বিক্রি হয়।

পরবর্তীতে কথিত ভুমিহীন আঃ লতিব জজ আদালতে আপিল করলে মাননীয় বিচারক তিনটি আপীল একত্রে শুনানীর পর লতিব ও জনৈক শুকুরের আপিলটি মঞ্জুর হয়। এভাবে পরপর পাঁচবার প্রতিপক্ষ ও শামসুল গং উচ্চ আদালতে মামলা করলে উক্ত জমি পরবর্তীতে জনৈক আঃ কাদের ও তহুরা খাতুনকে বন্দোবস্ত দেন ভুমি অফিস। শামসুল হুদা গং উক্ত বন্দোবস্ত বাতিলের বিরুদ্ধে এবং রেকর্ড সংশোধনের জন্য পুনরায় বিজ্ঞ আদালতে দেওয়ানী কেসটি দায়ের করলে তার পক্ষে রায়ঘোষিত হয়।

পরবর্তীতে প্রতিবাদী হিসাবে ৬৪ নং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনার মেহেরপুর ৬৫ নং প্রতিবাদী হিসাবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস¦) মেহেরপুর এবং ৬৬ নং প্রতিবাদী উপজেলা (রাজস¦) অফিসার গাংনী নিজ নিজ বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করার পরও কিভাবে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় ২০১৮ সালের ০৫ আগষ্ট বিবাদীগন লিটম মাহমুদ কাদের ও তহুরাদেরকে জমির দখল বুঝে দিতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে সহকারী কমিশনার(ভুমি) দেলোয়ার হোসেনকে নির্দেশ দেন যা আদালতের রায়কে অসম্মান করা হয়েছে বলে দাবী করেন নির্যাতিতরা ।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে দুর্বৃত্তদের দেয়া

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]/[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হওয়ার কারণে সেগুলো বন্ধ করতে সক্ষম হলেও ফিক্সড চিমনিতে কাঠ পোড়ানো এখনও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি প্রশাসন।

এদিকে দেদারছে কাঠ পোড়ানোর কারণে উজাড় হচ্ছে দেশের বনভূমি। তাছাড়াও ফসলি জমির উপরও গড়ে উঠেছে ইটভাটা। এতে করে শুধু পরিবশই নয় ফসলি জমিও পড়েছে হুমকির মুখে।

একটি সুত্রে জানা যায়, শীত মৌসুমে দেশে সরকারি ও ব্যাক্তি গতভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন বেড়ে যায়। যে কারণে শীত মৌসুম এলেই ইটভাটা গুলো চালু করা হয়। এমনকি এসময় অনেকে নতুন নতুন ইটভাটাও চালু করে। যে কারণে খুব সহজেই ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধ করা সম্ভব নয়।

গাংনীর হিজলবাড়িয়া গ্রামের একটি ইটভাটা মালিক মুকুল সে তার ইটভাটায় রিতিমত করাত কল বসিয়ে কাঠ ফাড়ায় করে তা ঐ ইটভাটায় ব্যবহার করছে।

যদিও যেখানে সেখানে করাত কল বসিয়ে কাঠ ফাড়ায় করা নিয়মে নাই তার পরও তারা এ কাজ করে যাচ্ছে।

জানতে চাইলে ঐ ইটভাটার ম্যনেজার আব্দুল হাই জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরে পরিবেশ ছাড়পত্র চাইলেও সংশ্লিষ্টরা দেয়না। যেহেতু ব্যবসা করতে হবে তাই বাধ্য হয়ে আমাদের এ কাজ করতে হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান জানান, এর আগে আমরা ব্যারেল চিমনি ব্যবহার বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এখন ফিক্সড চিমনিতে যে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে সেটাও আমরা বন্ধ করতে সক্ষম হব। তবে কিছুটা সময় লাগবে।
কারণ এ সময় বছরের শুরুতে সরকারি বেসরকারি ভাবে অবোকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলে। হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়াটা সম্ভব হয়না।

তিনি বলেন, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতিকে ডেকে এ বিষয়ে তাকে জানানো হবে।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই বন্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে ভাতাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই বন্ধ ও প্রতাহারের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান করেছেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদ ব্যানারে গাংনী উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ।

গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার সময় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই চলাকালীন সময়ে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন করেন তারা। মানববন্ধন শেষে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্য সচিব দিলারা রহমান বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মানববন্ধন করেন।

এসময় বক্তারা বলেন, এ যাচাই-বাছাই ভাতাভোগী লালমুক্তি বার্তা, সরকারি গেজেট ও সনদ ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নহে। একটি মহল স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পায়তারা সহ তাদের ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান হানী করছেন বলে তাদের এ মানববন্ধন। ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই বন্ধ সহ ফরম বাতিলের দাবী উত্থাপিত হয়। বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান এসময় বক্তব্য রাখেন।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সদস্য সচিব দিলারা রহমান বলেন, সরকারি নিয়মের বাইরে কিছুই করছেন না। মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই সরকারের আদেশেই করা হচ্ছে। যারা মানববন্ধন করেছেন তারা সঠিক বিষয়টি না জেনে না বুঝে করছেন।

তাছাড়া যারা সরকারের নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করছেন তারা এক প্রকার সরকারের কাজে বাধাগ্রস্থ করছেন। স্বচ্ছতাকে বাধাগ্রস্থ করছেন।

তিনি আরো বলেন, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে ব্যাপী যাচাই বাছাই চলছে। সারা দেশের ন্যায় গাংনী উপজেলাতে যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলমান। কোন জায়গায় কোন প্রকার আপত্তি-বিপত্তি নেই। আপনাদের যদি যৌতিক কোন দাবী থাকে সে বিষয়টি আমি সম্মানের সাথেই দেখব।

মেপ্র/আরপি

জনপ্রতিনিধিদের আচরণ জনমুখী হতে হবে

জনশুমারী ও গৃহগণনা -২০২১ এর লিষ্টিং অপারেশন ও মুল শুমারীর তালিকাকারী, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের ভাইভা বোর্ড থেকে বের করে দিয়ে একজন জনপ্রতিনিধি কতটুকু সম্মানের কাজ করেছেন তা কেবল তিনিই জানেন। নিজের সম্মান রক্ষার্থে যারা অপরের সম্মান নিয়ে চিন্তা করেন না প্রকৃতপক্ষে তারা কখনোই সম্মানীত হন না।

এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছে গত রবিবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে। ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছেন। ভাইভা বোর্ডে তাকে না রাখায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পরীক্ষার্থীদের বাইরে বের করে দেন।
ভাইভা বোর্ড থেকে পরীক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার পর বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে তিনি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন। ফলে সেখানে বিশৃঙ্খলা পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

জানাগেছে, ওই দিন গণনাকারী ও সুপারভাইজারদেও ভাইভা পরীক্ষা ছিল। নিয়মানুযায়ী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রার্থীরা ভাইভা বোর্ডে অংশ নিয়েছিলেন। ভাইভা বোর্ডে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে না রাখায় তিনি সংক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে তার স্বামী সাহাবদ্দিন এমনটি জানিয়েছেন।

এ কারণে প্রায় আধা ঘন্টা ভাইভা পরীক্ষা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল ভাইভা বোর্ডকে । পরবর্তিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিরসণ হয়।

কিন্তু ভাইভা বোর্ড থেকে যাদের বের করে দেওয়া হলো তাদের মনে কি ধরণের রেখাপাত ঘটতে পারে? জনপ্রতিনিধি সম্পর্কে তাদের ধারণাটা কেমন হতে পারে? একজন জনপ্রতিনিধির আচরণের কারণে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের উপরও তাদের বিরুপ মনোভাব তৈরি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলে জনপ্রতিনিধি সকল কিছু বিবেচনায় নিয়ে জনমুখী আচরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামে পানিতে ডুবে নাইম হোসেন নামের দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তার এ ঘটনা ঘটে। নিহত নাইম হোসেন ধানখোলা গ্রামের জেহেদ আলির ছোট ছেলে।

শিশুটির পরিবার সুত্রে জানা যায়, সকালের দিকে বাড়ির উঠানে টিউবওয়েলের পাশে খেলা করছিল। হঠাৎ সকলের অজান্তে সে টিউবওয়েলের পাশে ছোট ডোবায় পড়ে যায়। অনেক খোঁজা খুঁজির পর শিশু নাঈমকে ঐ ডোবা থেকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুৃষ্টিয়ায় রেফার্ড করে। কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে শিশুটির মৃত্যু হয়।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরের যুগিন্দা-আমঝুপি রাস্তা নির্মানে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরে যুগিন্দা থেকে আমঝুপি পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মানে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে এলাবাসী।

এলাকাবাসীর অভিযোগ নিম্নমানের ইট ব্যাবহার করার সময় গ্রামবাসীর অবরোধে সেই ইট ফেরত নিয়ে যায়, পরবর্তিতে রাতের আধারে একই ইট নিয়ে এসে রাস্তার নিচে দেওয়া হয়। স্থানীয় কিছু মানুষ জোর প্রতিবাদ করলেও পরবর্তিতে অজ্ঞাত কারনে তারাও চুপ হয়ে যায়। তবে ঠিকাদার ও এলজিইডির দাবি দরপত্র মেনেই কাজ করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলার যুগিন্দা ক্লাব মোড় থেকে সদর উপজেলার আমঝুপি উত্তরপাড়া কবরস্থান পর্যন্ত ১ কোটি ৫লক্ষ্য ৪১ হাজার ৫৪২ টাকা বরাদ্ধে ১৪৯০ মিটার পাকা রাস্তা নির্মান করা হচ্ছে। গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা মিজানুর রহমান রানার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স এমআর ট্রেডার্স এই রাস্তাটি নির্মান কাজ পেয়েছে।

এলাকাবাসীরা জানান, প্রথম অবস্থায় রাস্তা নির্মানে খুবই নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছিলো। আমরা কয়েকজন গ্রামবাসী এতে বাধা দিই। ইট তুলে রাস্তার বাইরে ফেলে দিই। এসময় ঠিকাদার কিছু ভালো ইট দিয়ে কাজ শুরু করে। পরে অতিগোপনে ভাটার পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ইট রাস্তার নিচে দেওয়া হয়। গ্রামের শুরুর দিকে মোটামুটি রাস্তার মান ভালো থাকলেও মাঠের ভিতর নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য কিছু পিকেট ইট রাস্তার উপরে দিয়ে রুলার দিয়ে সমান করে দেয়। গাংনী উপজেলার এলজিইডি থেকে কয়েকবার পরিদর্শনে আসলে তাদেরকে এসব কথা বলে লাভ হয়নি।

ঠিকাদার মিজানুর রহমান রানা জানান, নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা নির্মানের কোন সুযোগ নেই। গ্রামবাসী ষড়যন্ত্র করছে আমার সাথে। আমি পিকেট ও ভালোমানের ইট দিয়ে রাস্তা নির্মান করছি।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ বলেন, গ্রামবাসীর অভিযোগ ভিত্তিহিন। আমরা নিয়মিত পরিদর্শন করছি রাস্তার মান

ভালো। এছাড়াও চলমান কাজ নিয়ে আমরা জেলা অফিসে রিপোর্ট দিয়েছি। সেখান থেকে যে নির্দেশনা আসবে আমরা সে অনুযায়ী কাজ করবো।

মেপ্র/ইএম